PRESS CLIP

==========

Publication:- Thewall.in (https://www.thewall.in/lifestyle-health-doctor-elaborates-how-coronavirus-affects-to-heart-patients/)

Date: - 31st March 2020

Page :- Online

Special article on how Cardiac Patients can be affected by COVID-19 infection and how they can take care of their heart from COVID-19 by Prof. Dr. Rabin Chakraborty, Eminent Cardiologist and Chairperson of The Health Committee, The Bengal Chamber.

কোভিড-১৯ সংক্রমণে কীভাবে আক্রান্ত হতে পারেন হৃদরোগীরা, জানালেন বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট রবীন চক্রবর্তী

Last updated মার্চ ৩১, ২০২০

ভারতে ক্রমশই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনাভাইরাস। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২৭ জন। মৃত্যুও হয়েছে তিনজনের। সতর্কতার খাতিরে দেশজুড়ে তিন সপ্তাহ ধরে

চলছে লকডাউন। জনসাধারণকে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। কারণ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন সংক্রমণ এড়ানোর জন্য এটাই নিরাপদ উপায়।

এই অবস্থায় হৃদরোগীরা কী ভাবে কোভিড–১৯–এ আক্রান্ত হতে পারেন সেই বিষয়েই জানিয়েছেন দ্য বেঙ্গল চেম্বারের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন, বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর রবীন চক্রবর্তী।

ডাক্তারবাবুর কথায় অনেক কারণেই হৃদযন্ত্রে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে। সরাসরিও এই ভাইরাস হৃদযন্ত্রকে আক্রমণ করতে পারে। এছাড়াও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও তিন থেকে চার রকম উপায়ে হৃদযন্ত্রে ছড়াতে পারে সংক্রমণ।

প্রথমত

এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হল মায়োকার্ডাইটিসের কারণে প্রদাহ (ইনফ্লেমড)। এক্ষেত্রে করোনাভাইরাস সরাসরি প্রথমেই হৃদযন্ত্রকে আক্রমণ করে না। বরং ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গে সংক্রমণের পর সেটা হৃদযন্ত্রে প্রভাব ফেলে। তবে সাধারণত এমনটা খুব কম মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত

মায়োকার্ডাইটিস থেকে হৃদযন্ত্রের পেশির প্রদাহ এবং সেখান থেকে কার্ডিয়াক এরিথমিয়া হতে পারে। এর ফলে অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। চিন্তার বিষয় হল যাঁদের হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে অথবা যাঁরা ডায়াবেটিক, মেলাইটাস, উচ্চ রক্তচাপ—এইসবে রোগে ভোগেন কিংবা যাঁদের একবার স্ট্রোক হয়েছে বা বাইপাস সার্জারি হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস খুব বেশি মাত্রায় সমস্যা তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ যাঁদের ইতিমধ্যেই হার্টের কোনও অসুখ রয়েছে তাঁরা যদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন, তাহলে তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই সংক্রমণের ফলে পরবর্তী কালে হৃদযন্ত্র মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যেমন অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি এবং তার থেকে হার্ট ফেলিওর অথবা অনেক সময় কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে। এমনটা হলে সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে যায়। যার ফলে মৃত্যুও হতে পারে।

তৃতীয়ত

প্রবীণ মানুষদের ক্ষেত্রে প্রবল সমস্যা সৃষ্টি করে এই করোনাভাইরাস। দেখা যায় এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ডায়াবেটিসের রোগী। সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। এছাড়াও যাঁদের নিয়মিত ধূমপানের অভ্যাস রয়েছে তাঁদের মধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে যে যে উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলিই দেখা যাচ্ছে। যেমন হয়তো সামান্য কাশি বা জ্বর হল। সেখান থেকে নিউমোনিয়া হওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে বুকে একটা তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। সারাক্ষণ মনে হবে বুকের উপর কিছু একটা চেপে বসে আছে। প্রাথমিক ভাবে এর ফলে মনে হতেই পারে যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা হার্টের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তখন প্রথমেই ইসিজি করা হয়। অনেক সময় প্রাথমিক ভাবে হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের সমস্যার চিকিৎসাও শুরু হয়ে যায়। পরে হয়তো জানা যায় যে বিষয়টা আদপেও হার্ট অ্যাটাক নয়, বরং করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। সামান্য জ্বর-সর্দি-কাশির পরেই তীব্র একটা সমস্যা শুরু হতে পারে। যেটাকে সাদা চোখে হার্টের সমস্যা বলে মনে হলেও আসলে তা নয়।

চতুর্থত

আমরা কিছু কিছু ওষুধ নিয়মিত খেয়েই থাকি, যেমন উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ। এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। রয়েছে নানা মতভেদ। এ ধরনের ওষুধ করোনাভাইরাসের সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করে, বা উপসর্গকে বাড়িয়ে তোলে, সেটা বলা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। আবার অনেকেই প্রপিল্যাক্সিসের জন্য হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খান। সে ব্যাপারে অবশ্যই চিকিৎসককে জানাতে হবে। অনেকসময় বেশ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ইসিজিতে প্রাথমিক ভাবে কিছু জিনিস ধরা পড়ে। যেমন লাং অ্যাকিউট সিনড্রোম। এবার এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে যদি সেই রোগীদের হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খাওয়ার কথা বলা হয়, বা তাঁরা নিজেরাই যদি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খেয়ে থাকেন এবং তাঁদের ইসিজি সম্পর্কে কোনও সমস্যার কথা না জেনে চিকিৎসাও শুরু হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং, হৃদযন্ত্র করোনাভাইরাস থেকে নানা ভাবে আক্রান্ত হতে পারে, বিকলও হতে পারে। তবে হৃদযন্ত্রে সরাসরি ভাইরাসের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও খুবই কম, ৩ থেকে ৪ শতাংশের বেশি নয়।